দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : 3 MAY 2008
পৃষ্ঠা : ১১ কলাম : ২

ইনকিলাব : যৌন নিপীড়নকারী শিক্ষক ড. কামাল উদ্দিনকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে গতকাল ঢাবি-ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে

ঢাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

তদন্তে কমিটি গঠন

ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত করতে আজ (মঙ্গলবার) কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কমিটির রিপোর্টের আলোকে আগামী ১৬ তারিখ সিন্ডিকেটের সভায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ভিসি প্রফেসর এস. এম. এ ফায়েজ জানিয়েছেন। এদিকে যৌন হয়রানির সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার ও যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে গতকাল (সোমবার) বিভিন্ন সংগঠন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন নামের একটি সংগঠন বৃহস্পতিবারের মধ্যে ঘটনার বিচার দাবি করে বলেছে, অন্যথায় ধর্মঘটের মতো কর্মসূচী দিয়ে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে।

মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে ওই বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠে বেশকিছু দিন আগে। এ ঘটনার বিচারের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ দেশের বাইরে থাকায় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। দেশে ফিরে আসার গতকাল সকালে মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে বিভাগের শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে পরীক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দানসহ বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাতে বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাহীন ফেরদৌস করিমকে নির্দেশ দেন। বিকালে সাংবাদিকদের ভিসি বলেন, বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলো হাতে পেলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। আজ এ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানান তিনি। আগামী ১৬ মে সিন্ডিকেটের সভায় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে ড. কামাল উদ্দিনের শাস্তির দাবিতে গতকাল মিছিলে স্লোগানে উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সকালে আলোকিত ছাত্রী ফোরাম মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। মানববন্ধন শেষে ভিসির সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে সংগঠনটি। এরপর সাধারণ ছাত্রী-ছাত্রীবৃন্দের ব্যানারে একটি সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। প্রগতিশীল ছাত্রজোট, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঘটনার বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল-সমাবেশ শেষে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতৃবৃন্দ ভিসির সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার এবং যৌন নির্যাতনবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ভিসিকে অনুরোধ করেন।

এদিকে বিকালে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষককে অপসারণের দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় ধর্মঘটসহ বড় ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের আহবায়ক মোমেনী ইমরান বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হচ্ছেন। কিন্তু অভিযুক্তদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। যৌন নিপীড়নসহ সব ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানান তিনি।